দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা ভার্সিটি ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে থমথমে উত্তেজনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত মুহসীন ও জহুরুল হক হল থেকে গত সোমবার তিন জনকে গ্রেফতারের পর হলগুলোতে থমথমে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সোমবার রাতে জহুরুল হক হলের ছাত্র লীগ নেতা বাবু রমনা থানায় আটক ছাত্র লীগ কর্মী জুয়েলকে দেখতে গেলে পুলিশ তাকেও

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

হলগুলো থমথমে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেফতার করে। তার গ্রেফতারের খবর হলে পৌছলে নেতা-কর্মীদের মাঝে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এদিকে, সোমবার মুহসীন হল গেটে পুলিশের কাছ থেকে হলটির নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রলীগ ক্যাডার রতনকে ছিনিয়ে নেয়ার এবং অপর একজন গ্রেফতারের পর ঐ গ্রুপটির গডফাদাররা গোপালগঞ্জ গ্রুপের সাথে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়েছে। গত জুলাইতে তনাই হত্যার পর লিজু, সাদা সেন্টু ও শাহীন খানের নেতৃত্বাধীন গোপালগঞ্জ গ্রুপ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। তখন সেন্টু ও শাহীনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন তাদের আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসার চেষ্টার খবর ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

প্রতিবাদ

এদিকে, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আহম্মেদ গতকাল এক প্রতিবাদলিপিতে বলেছেন, গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সংক্রান্ত খবরে তার নাম জড়িয়ে 'শামীম গ্রুপ' বলে প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি নিজেকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ও সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেন, তিনি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ছাত্রলীগের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। ছাত্রলীগে 'শামীম গ্রুপ' নামে কোন গ্রুপ নেই এবং তিনি কোন গ্রুপ ও ভাইয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। প্রতিবাদলিপিতে শামীম আহম্মেদ তার নামে কল্পিত গ্রুপের কথা উল্লেখ করে মার্কেটিং বিভাগের টেন্ডারবাজি, ছুরিকাহত, বহিরাগত গ্রেফতার নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানান। তিনি তদন্ত সাপেক্ষে এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবী জানান। তিনি ভবিষ্যতে তার নামে কোন গ্রুপের কথা উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সংবাদপত্রের প্রতি অনুরোধ জানান।